খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা-২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
সরবরাহ-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	ভূমিকা	০১
২।	কমিটি	০১-০২
৩।	উপকারভোগী পরিবার বাছাই	০৩
৪।	পরিমাণ, মূল্য ও বিতরণ	০৪
৫।	ডিলার নিয়োগ	০৪
৬।	নির্বাচিত ডিলারদের করণীয়	০৫
৭।	খাদ্যশস্য উত্তোলন ও বিতরণ	০৫
৮।	পরিচালন ও তত্ত্বাবধান	০৬
৯।	ডিলারশিপ বাতিল ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ	০৭
১০।	নির্দেশদানের ক্ষমতা	০৭
১১।	নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন	০৮
১২।	আবেদনের নমুনা	০৯
১৩।	অঙ্গীকারনামা	১০
১৪।	চেক লিস্ট	১১

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা-২০২৪

১। ভূমিকা:

২০০৬ খ্রি. সনে প্রণীত জাতীয় খাদ্যনীতিতে সকল সময়ে দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে; টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠে (এসডিজি) 'নো পোভারটি (No poverty)' ও 'জিরো হাঙ্গার (Zero Hunger) অর্জনের প্রত্যয় ঘোষিত হয়েছে এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দারিদ্র্য দূরীকরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে। এ লক্ষ্য, প্রত্যয় ও অভিপ্রায় অর্জনের জন্য এবং পল্লি অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা প্রদান ও পুষ্টি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকারি বিতরণ ব্যবস্থায় খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্র জনগোষ্টীকে ভর্তুকী মুল্যে খাদ্যশস্য বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC) এর মাধ্যমে উপকারভোগী বাছাই করে উপকারভোগীদের একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। এই ডাটাবেজ প্রয়োজনে নিয়মিত হালনাগাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০০৬ সালে প্রণীত 'ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে 'খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা ২০১৬' সংশোধন/পরিবর্তনপূর্বক জারিকৃত 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা-২০১৭' সংশোধন/পরিবর্তন করে কার্যক্রম আরও সুসংহত এবং সময়োপযোগী করার জন্য 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা, ২০২৪' প্রণয়ন করা হলো।

২। কমিটি:

ক. <u>ইউনিয়ন খাদ্যবান্ধব কমিটি</u>:

(১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রশাসক	সভাপতি
(২) ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য	সদস্য
(৩) ইউএনও কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যাক্তি	সদস্য
(৪) প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি:

(১) ওয়ার্ড ভিত্তিক দারিদ্র্যের প্রকোপ, দুঃস্থতা ইত্যাদি বিবেচনায় উপকারভোগী পরিবার নির্বাচন এবং অনুমোদনের জন্য উপজেলা কমিটির নিকট উপস্থাপন;
(২) খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
(৩) ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে (UDC) তালিকা প্রকাশ;
(৪) বিবিধ

খ. উপজেলা খাদ্যবান্ধব কমিটি

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(২) উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(৩) উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
(৪) উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	সদস্য
(৫) উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
(৬) সভাপতি, প্রেস ক্লাব	সদস্য
(৭) উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ খাদ্য পরিদর্শক	সদস্য সচিব।

কার্যপরিধি:

(১) দারিদ্র্যের প্রকোপ, দুঃস্থতা বিবেচনায় ইউনিয়ন ভিত্তিক উপকারভোগীদের সংখ্যা বিভাজন,

(২) ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত তালিকা যাচাই-বাছাই;

(৩) খাদ্যবান্ধব কার্ড প্রয়োজনে সংশোধন বা বাতিলকরণ;

(৪) ডিলার নিয়োগের লক্ষ্যে আবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক তালিকা প্রস্তুত করে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক বরাবর প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৫) কোন ডিলার অনিয়মের সাথে জড়িত হলে এবং নীতিমালা ও অঙ্গীকারনামার শর্ত ভঙ্গ করলে ডিলারশিপ স্থগিত করে বাতিলের সুপারিশ করে জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ ;

(৫) সপ্তাহিক বিক্রয়ের দিন/বার নির্ধারণ;

(৬) প্রয়োজনে বিতরণ কেন্দ্রের অবস্থান পুনর্নির্ধারণ;

(৭) প্রতি প্রান্তিকে অবিক্রিত চাল নিষ্পত্তি;

(৮) খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ।

গ. জেলা খাদ্যবান্ধব কমিটি:

(১) জেলা প্রশাসক	সভাপতি;
(২) উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার	সদস্য;
(৩) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
(৪) জেলা ত্রাণ ও পূর্নবাসন কর্মকর্তা	সদস্য;
(৫) উপ-পরিচালক, সমাজসেবা/জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য;
(৬) জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি	সদস্য;
(৭) সভাপতি, প্রেসক্লাব	সদস্য;
(৮) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য-সচিব।

কার্যপরিধি:

(১) কর্মসূচির সার্বিক পরিবীক্ষণ,

(২) কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা নিরসন;

(৩) ডিলার নিয়োগের লক্ষ্যে উপজেলা খাদ্যবান্ধব কমিটি কর্তৃক প্রেরিত তালিকা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৪) অনিয়মের সাথে জড়িত এবং নীতিমালা ও অঙ্গীকারনামার শর্ত ভঙ্গকারীর ডিলারশিপ বাতিলের সুপারিশ করে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ ;

(৫) বিবিধ।

(সকল কমিটির ক্ষেত্রে সভাপতি ব্যতিত কমিটির অর্ধেকের বেশি সদস্যগণের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে।)

৩। উপকারভোগী পরিবার বাছাই:

৩.১ ইউনিয়ন পর্যায়ে বসবাসরত নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে থেকে হতদরিদ্র পরিবার সম্পর্কিত পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য এবং ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের উপজেলা দপ্তরে সংরক্ষিত ডিপি (ডিস্ট্রেস প্রাইওরিটি) লিস্ট ইত্যাদি বিবেচনা করে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক পরিবারকে নির্বাচন করে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে,

৩.২ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা-২০২৪ জারির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে বিদ্যমান উপকারভোগীদের তালিকা যাচাই-বাছাই করে উপকারভোগীদের হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করতে হবে;

৩.৩ প্রতি বছর জুলাই ও আগস্ট মাসে উপকারভোগীদের তালিকা হালনাগাদ করতে হবে;

৩.৪ নির্বাচিত পরিবারকে ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে এবং পরিবার প্রধানের জাতীয় পরিচয়পত্র থাকতে হবে;

৩.৫ নিম্নের অনুচ্ছেদে বিবৃত মানদন্ডের ভিত্তিতে পরিবারকে চিহ্নিত করতে হবে:

৩.৬ যাদেরকে অর্ন্তভুক্ত করা যাবে-

(১) গ্রামে বসবাসরত সবচেয়ে হতদরিদ্র পরিবার**:** নিম্ন আয়ের মানুষ, ভূমিহীন, কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর, উপার্জনে অক্ষম;

(২) বিধবা/তালাকপ্রাপ্তা/স্বামী পরিত্যাক্তা/অস্বচ্ছল বয়স্ক নারী প্রধান পরিবার এবং যে সব দুঃস্থ পরিবারে শিশু বা প্রতিবন্ধী রয়েছে তারা অগ্রাধিকার পাবে।

যাদেরকে অর্ন্তভুক্ত করা যাবে না-

(১) একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তিকে তালিকাভুক্ত করা যাবে না;

(২) ভিজিডি কর্মসূচির সুবিধাপ্রাপ্তদেরকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

৪। পরিমাণ, মূল্য ও বিতরণ:

৪.১ নির্বাচিত প্রতিটি পরিবারকে মাসে ৩০ কেজি চাল সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করা হবে,

৪.২ উপকারভোগীদেরকে ৩০ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন বস্তায় চাল সরবরাহ করা হবে। বস্তার মুখ মেশিনে সেলাইকৃত হতে হবে;

৪.৩ সাধারণভাবে সরকার ঘোষিত শুভেচ্ছা মূল্যে পল্লি অঞ্চলে কর্মাভাবকালীন সময়ে অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ০৫ (পাঁচ) মাস খাদ্যশস্য বিতরণ করা হবে;

৪.৪ চালের এক্স-গুদাম ও বিক্রয় মূল্য এবং পরিচালন ব্যয় সরকার সময় সময় নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করবে;

৪.৫ সপ্তাহের রবি থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ০৫ দিনের মধ্যে যে কোন ২ বা ৩ দিন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হবে। উপজেলা কমিটি উপকারভোগীদের সুবিধা বিবেচনা করে যে কোন ২ বা ৩ দিন বিতরণ বার নির্ধারণ করে দিবে।

৫। ডিলার নিয়োগ:

৫.১ উপজেলা কমিটি প্রতি ইউনিয়নে কম-বেশী প্রতি ৫০০ (পাঁচশত) জন উপকারভোগী পরিবারের জন্য ০১ (এক) জন করে ডিলার নিয়োগের সুপারিশ করে জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। কোন ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিলার পাওয়া না গেলে পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের ডিলারের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে,

৫.২ ডিলার নিয়োগে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে:

(ক) বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে ও চেক লিষ্ট অনুযায়ী যোগ্যতা যাচাই (পরিশিষ্ট-গ) করে ডিলার নিয়োগ করতে হবে;

(খ) আবেদনকারীর ইউনিয়নের বড় হাট/বাজারে নিজস্ব/ভাড়ায় দোকান থাকতে হবে;

(গ) কোন ওয়ার্ডে হাট/ বাজার না থাকলে উপকারভোগীদের সুবিধা বিবেচনা করে বিক্রয় স্থান নির্ধারণ করা যাবে;

(ঘ) ডিলার নিয়োগে আগ্রহী ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট ফরমে (পরিশিষ্ট-ক) আবেদন করতে হবে;

(ঙ) আবেদনকারীর দোকানের মেঝে পাকা হতে হবে এবং খাদ্যশস্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংরক্ষণের উপযোগী হতে হবে;

(চ) আবেদনকারীর দোকান/সংযুক্ত গুদামে কমপক্ষে ১৫ (পনের) মে. টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণের সুব্যবস্থা থাকতে হবে;

(ছ) আবেদনকারীকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও খাদ্যশস্য হিসাব সংরক্ষণে সক্ষম হতে হবে এবং আবেদনকারীর ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে;

(জ) খাদ্য বিভাগ কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত, বাতিলকৃত, সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ডিলার নিয়োগ করা যাবে না;

(ঝ) একই ব্যক্তি খাদ্য বিভাগের একাধিক কর্মসূচির ডিলার হতে পারবেন না;

(ঞ) কোন সরকারি কর্মচারি কিংবা জনপ্রতিনিধি ডিলার হতে পারবেন না;

(ট) জেলা কমিটির অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির সদস্য-সচিব নির্বাচিত ডিলারদের নিয়োগ প্রদান করবেন;

(ঠ) নির্বাচিত ডিলারের নিকট থেকে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকার ফেরতযোগ্য জামানত পে-অর্ডার আকারে গ্রহণ করতে হবে এবং ডিলারের নিকট হতে নির্ধারিত শর্তাবলী সম্বলিত ৩০০/- টাকার (পরিবর্তনযোগ্য) নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা (পরিশিষ্ট-খ) নিতে হবে।

(ড) এস.আর.ও নং ২৬৫-আইন/২০২৪ অনুযায়ী খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার নিয়োগের জন্য ১,০০০ (এক হাজার) টাকা এবং নবায়নের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা ফি প্রদান করতে হবে। এস.আর.ও অনুযায়ী লাইসেন্স ফি পরিবর্তন হলে এ সংক্রান্ত নির্ধারিত ফিও পরিবর্তিত হবে;

(ণ) খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার এর মেয়াদ হবে ০৫ (পাঁচ) বছর, লাইসেন্স প্রতি বছর নবায়ন করতে হবে। লাইসেন্স ইস্যুকারী কর্মকর্তাই লাইসেন্স নবায়ন করবেন।

(ত) লাইসেন্স এর মেয়াদ হবে ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত। ১ জুন থেকে লাইসেন্স নবায়ন শুরু হবে এবং ৩০ জুন শেষ হবে। কোনো ডিলার নির্দিষ্ট সময়ে লাইসেন্স নবায়ন করতে ব্যর্থ হলে অতিরিক্ত ১,০০০ (এক হাজার) টাকা দিয়ে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে লাইসেন্স নবায়ন করতে পারবেন। ৩১ জুলাই এর মধ্যে নবায়ন করা না হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিলারের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে।

(থ) এ মন্ত্রণালয়ের ১১ আগস্ট ২০২৪ তারিখের ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৫১.০০১.১৭.১৫৫ নম্বর স্মারকের নির্দেশনার আলোকে নিয়োগকৃত ডিলারগণের কার্যক্রম সন্তোষজনক হলে এবং নতুন ডিলার হিসেবে নিয়োগের উপযুক্ত হলে কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের পুনরায় নিয়োগ করা যাবে।

৫.৩। নির্বাচিত ডিলারদের করণীয়:

(ক) খাদ্যশস্য ও খাদ্যসামগ্রী ব্যবসার জন্য প্রযোজ্য ফি দিয়ে ডিলার শ্রেণির লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে;
(খ) ডিলারের দোকানের সামনে উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট মাপ এবং রং এ লিখিত সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে। উক্ত সাইনবোর্ডে খাদ্যশস্য বিতরণের দিন, পরিমান এবং মূল্য উল্লেখ থাকতে হবে;
(গ) প্রচারের জন্য ইউনিয়ন পরিষদ ভবন, ইউএনও এবং ইউসিএফ দপ্তরে দৃশ্যমান জায়গায় বড় হরফে বিক্রয়ের দিন উল্লেখ করে নোটিশ টাঙ্গাতে হবে।

৬। খাদ্যশস্য উত্তোলন ও বিতরণ:

৬.১ উপকারভোগী পরিবারের অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী ডিলারকে মাসিক চাহিদার কমপক্ষে অর্ধেক পরিমাণ খাদ্যশস্য মাসের ৭ তারিখের মধ্যে উত্তোলন করতে হবে;

৬.২ সরকারি কোষাগারে ট্রেজারি চালানে টাকা জমা করে ডিলার উপজেলার গুদাম হতে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে খাদ্যশস্যের মান যাচাই ও ওজন বুঝে নিয়ে উত্তোলন করবেন এবং বিক্রয় শুরু করবেন;

৬.৩ একই উপজেলায় একাধিক গুদাম থাকলে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক দূরত্ব বিবেচনা করে খাদ্যশস্য উত্তোলনের জন্য ডিলারদেরকে গুদামভিত্তিক সংযুক্ত করে দিবেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক উত্তোলনের সুবিধার্থে ডিলারকে পার্শ্ববর্তী উপজেলার নিকটবর্তী কোন গুদামেও সংযুক্ত করে দিতে পারেন;

৬.৪ গুদাম হতে খাদ্যশস্য উত্তোলনের সাথে সাথে ডিলার এসএমএস করে ট্যাগ অফিসার ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করবেন;

৬.৫ ডিলারের বিক্রয় কেন্দ্র সকাল ১০ টা হতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে;

৬.৬ কার্ডের বিপরীতে উপকারভোগীদের মাঝে স্থানীয় উপজেলা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত দিনে চাল বিতরণ করা হবে;

৬.৭ উপকারভোগী পরিবারকে মাসের বরাদ্দ ৩০ কেজি চাল এক দফায় প্রদান করতে হবে;

৬.৮ সাধারণত কার্ডধারীকে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হবে। সংগতকারণে কোন কার্ডধারী আসতে না পারলে তার প্রাপ্য খাদ্যশস্য বৈধ প্রতিনিধির নিকট উপস্থিত ট্যাগ অফিসার/মেম্বার/ভোক্তাদের প্রত্যয়ন সাপেক্ষে সরবরাহ করা যাবে;

৬.৯ ডিলার বিতরণকৃত ও অবিতরণকৃত খাদ্যশস্য মাস্টাররোল ও হিসাব সংক্রান্ত রেজিস্টার নির্বাহ করবেন;

৬.১০ ডিলার পরবর্তী মাসের চাহিদাপত্র প্রণয়ন করার সময় পূর্ববর্তী মাসের অবিক্রিত খাদ্যশস্য (যদি থাকে) সমন্বয় করবেন;

৬.১১ প্রতি প্রান্তিকে অবিক্রিত চাল উপজেলা কমিটির অনুমোদিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করা যাবে।

৭। পরিচালন ও তত্ত্বাবধান:

৭.১ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সংঙ্গে পরামর্শ করে খাদ্যবান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

৭.২ প্রতিটি ডিলারের দোকান তদারকির জন্য একজন ট্যাগ অফিসার নিয়োগ করতে হবে এবং ট্যাগ অফিসারের উপস্থিতিতে খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে হবে;

৭.৩ নিযুক্ত ট্যাগ অফিসার প্রচলিত নিয়মে তার দপ্তর হতে টিএ/ডিএ প্রাপ্য হবেন। অনুরূপভাবে খাদ্য বিভাগের তদারকি কর্মকর্তা প্রচলিত নিয়মে টিএ/ডিএ প্রাপ্ত হবেন;

৭.৪ দি কন্ট্রোল অফ এসেনসিয়াল কমোডিটিস এ্যাক্ট, ১৯৫৬ এর আওতায় ডিলারের বিক্রয় কেন্দ্রে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা যাবে;

৭.৫ খাদ্য বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের যে কোন কর্মকর্তা ডিলারের কার্যক্রম তদারকি বা পরিদর্শন করতে পারবেন। পরিদর্শনকালে খাদ্যশস্য বিক্রয় বা বিতরণ কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল তথ্য (রেকর্ডপত্র, মজুদ রেজিস্টার ইত্যাদি) চাহিদা অনুযায়ী ডিলার উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবেন;

৭.৬ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মাসে কমপক্ষে ১০টি কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন এর মধ্যে ২টি কেন্দ্রে উপকারভোগীদের তালিকা ও উত্তোলন ইত্যাদি পরীক্ষা করবেন এবং দৈবচয়নের ভিত্তিতে উপকারভোগীদের যাচাই করবেন। অনুরূপভাবে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মাসে কমপক্ষে ২টি উপজেলার এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক মাসে কমপক্ষে ২টি জেলার বিতরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন;

৭.৭ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন প্রতিবেদন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে ও জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন প্রতিবেদন আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রককে এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক পরিদর্শন প্রতিবেদন খাদ্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর প্রতি প্রান্তিকের বিতরণ শেষে কর্মসূচির একটি সমন্বিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন;

৭.৮ মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির সার্বিক কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং করবেন।

৮। ডিলারশিপ বাতিল ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ:

৮.১ এ নীতিমালার ও অঙ্গীকারনামার কোন শর্ত লংঘন করলে বা দেশের প্রচলিত কোন আইন অমান্য করলে, ডিলারশিপ বাতিল করা যাবে এবং অঙ্গীকারনামার শর্ত মোতাবেক তার নিকট থেকে অর্থ আদায় করা যাবে। এছাড়া তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী বা দেওয়ানী মামলা দায়ের করা যাবে;

৮.২ খাদ্যশস্য আত্মসাৎ বা ঘাটতি হলে অর্থনৈতিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে আদায়যোগ্য হবে এবং ডিলারের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যাবে;

৮.৩ ডিলার পর পর ২ (দুই) মাস নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উপযুক্ত কারণ ব্যতিত খাদ্যশস্য উত্তোলন করতে ব্যর্থ হলে ডিলারশিপ বাতিল হয়ে যাবে;

৮.৪ খাদ্যশস্য বিতরণ চলাকালে যে কোন কারণে ডিলারশিপ বাতিল/স্থগিত হলে উপকারভোগীদের স্বার্থে পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রের ডিলারকে দিয়ে বা ইউনিয়ন কমিটির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সাময়িকভাবে খাদ্যশস্য উত্তোলন/বিতরণ করা যাবে।

৮.৫ কোন ডিলারশিপ বাতিল হলে নীতিমালা অনুযায়ী স্বল্প সময়ের মধ্যে নতুন ডিলার নিয়োগ করতে হবে। নতুন ডিলার নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত ৮.৪ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

৮.৬ ডিলারশিপ বাতিল সংক্রান্ত জেলা কমিটির সুপারিশ মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর ০৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করবেন।

৯। নির্দেশদানের ক্ষমতা:

৯.১ নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনবোধে যে কোন আদেশ-নির্দেশ জারি করতে পারবে,

৯.২ সরকার জরুরী প্রয়োজনে দেশের যে কোন এলাকায় এ কর্মসূচির সম্প্রসারণ, ডিলার নিয়োগ বা বাতিল করতে পারবে।

১০। নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন:

১০.১ সরকার প্রয়োজনবোধে এ নীতিমালার যে কোন শর্ত ও বিষয়, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন এবং সংযোজন করতে পারবে।

১০.২ ইউনিয়ন পর্যায়ে হতদরিদ্রদের জন্য সরকার নির্ধারিত মূল্যে কার্ডের মাধ্যমে "খাদ্যশস্য বিতরণ নীতিমালা, ২০১৬" এর অনুবৃত্তিক্রমে সংশোধন/পরিবর্তনের পর জারিকৃত "খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা, ২০১৭" বাতিলক্রমে "খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা, ২০২৪" হিসেবে অভিহিত হবে।

১৪.১০.২০২৪

(মোঃ মাসুদুল হাসান)
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর : ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৬.০০১.২০.২০৬

তারিখ : ২৯ আশ্বিন ১৪৩১ / ১৪ অক্টোবর ২০২৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়;
২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা;
৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল);
৪। যুগ্মসচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়;
৫। জেলা প্রশাসক (সকল);
৬। উপসচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়;
৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল);
৮। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়;
৯। সচিবের একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

১৪/১০/২০২৪

(কুল প্রদীপ চাকমা)
উপসচিব (সরবরাহ-১)
ফোন : ০২৯৫১৪৬১৬
ইমেইল: dssupply1@mofood.gov.bd

পরিশিষ্ট- ক

আবেদন পত্রের নমুনা

বরাবর

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক

বিষয় : খাদ্যবান্ধব ডিলারশিপ প্রাপ্তির আবেদন।

মহোদয়,

আমি একজন খাদ্যশস্যের লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ী। আমার দোকানে/গুদামে .... মে.টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করার মত প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলান রয়েছে। খাদ্যবান্ধব এর আওতায় সরবরাহকৃত খাদ্যশস্য বিক্রয়ের নিমিত্ত ডিলারশিপ প্রাপ্তির জন্য ফুড গ্রেইন লাইসেন্স এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করে দাখিল করলাম। দাখিলকৃত তথ্যাদি সত্য ও নির্ভুল। আমি খাদ্যবান্ধব নীতিমালা-২০২৪ এর সকল নিয়ম ও সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে মেনে চলবো।

ক)	আবেদনকারীর নাম :			
খ)	পিতা/স্বামী/স্ত্রীর নাম :			
গ)	মাতার নাম :			
ঘ)	জন্ম তারিখ :			
ঙ)	স্থায়ী ঠিকানা :			
চ)	প্রতিষ্ঠানের নাম :			
ছ)	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :			
জ)	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :			
ঝ)	ইমেইল/মোবাইল নম্বর:			
ঞ)	পরিবারের অপর সদস্যের নামে ওএমএস ডিলারশিপ/মিল আছে কি-না?	হ্যাঁ	না	তার সাথে সম্পর্ক
ট)	যে দোকান/গুদামে খাদ্যবান্ধব কার্যক্রম পরিচালিত হবে তার স্বত্বাধীকারীর নাম এবং ঠিকানা :			

নিবেদক-

তারিখ:

(নাম:--------------------------)

মোবাইল নম্বর:

সংযুক্তি:

০১। পাসপোর্ট সাইজের ০২(দুই) কপি ছবি।

০২। ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদপত্র।

০৩। ট্রেড লাইসেন্স এর ফটোকপি।

০৪। দোকানের মালিকানা/ভাড়া সংক্রান্ত কাগজপত্রের ফটোকপি।

০৫। জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি।

০৬। নাগরিকত্ব সনদের ফটোকপি।

০৭। অঙ্গীকারনামা।

অঙ্গীকারনামা

আমি..পিতা/স্বামী...
.... মাতা ....
ইউনিয়ন................................... ওয়ার্ডনং........................ ঠিকানা.. .... মোবাইল নম্বর...

খাদ্যবান্ধব ডিলার হিসেবে নিয়োগপত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) খাদ্য মন্ত্রণালয় নির্দেশিত শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে ও সরকারি নিয়ম অনুযায়ী খাদ্যবান্ধব খাতে চাল বিক্রয় করতে বাধ্য থাকবো;
২) সরকার প্রয়োজন মোতাবেক যে কোনো সময়, যে কোনো ধরণের এবং যে কোনো পরিমাণের খাদ্যশস্য/খাদ্যদ্রব্য বরাদ্দ করতে পারবে। প্রয়োজন না হলে বরাদ্দ বন্ধও রাখতে পারে। এতে কোনো অবস্থাতেই আমি কোনো প্রকার আপত্তি করবো না;
৩) আমার নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্রে/দোকানের সামনে খাদ্য অধিদপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী প্যানাপ্লেক্স (লাল রং) ব্যানার (৬ ফুট/৩ফুট) ঝুলাতে বাধ্য থাকবো এবং প্যানাপ্লেক্স (লাল রং) ব্যানারে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ (সাদা রং) থাকবে;
৪) প্রথম পর্যায়ে প্রচারের জন্য বিক্রয় কেন্দ্রের আশেপাশে প্রয়োজনীয় প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা করবো;
৫) নির্দেশিত সময়ে চাল বিক্রয়ের জন্য আমি অবশ্যই দোকান খোলা রাখব নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্রে হাজির থাকবো;
৬) আমার অনুকূলে বরাদ্দকৃত চালের হিসাবপত্র সংরক্ষণ, নিরাপত্তা, গুণগতমান এবং পরিমাণের জন্য আমি দায়ী থাকব ও বিতরণকালে ভোক্তাওয়ারি মাস্টাররোল প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করবো, একটি মজুত রেজিস্টার পরিচালনা করবো এবং একটি পরিদর্শন রেজিস্টার রাখবো;
৭) কোনো অবস্থাতেই আমি কোনো প্রকার অনিয়ম/কারচুপি করবো না; যে কোনো অনিয়মের জন্য আমি আইনতঃ দন্ডনীয় হবো;
৮) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বরাদ্দকৃত মালামাল পরিদর্শনের জন্য ও হিসাবাদি পরীক্ষার জন্য সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবো;
৯) বিতরণের জন্য বরাদ্দ করা মালামাল সময়মত উত্তোলন করবো এবং দোকান/খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত স্থানে বিক্রয় করার জন্য মজুত রাখবো;
১০) জনসাধারণের স্বার্থে দোকান/ট্রাকযোগে খোলাবাজারে চাল বিক্রয় কার্যক্রমের আওতায় পরবর্তীতে সরকার কোনো প্রকার নির্দেশ জারি করলে তা আমি মেনে চলতে বাধ্য থাকবো;
১১) বরাদ্দকৃত মালামাল বিতরণে অনিয়ম বা মালামালের ঘাটতি হলে, ঐ পরিমাণ মালামালের জন্য অর্থনৈতিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে (দন্ডমূলক হারে পূর্বের জমা মূল্য বাদে) অর্থ সরকারি খাতে জমা দিতে আমি বাধ্য থাকবো। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ আইনগতভাবে ক্ষতির মূল্য দন্ডমূলক হারে আমার বা আমার অবর্তমানে আমার ওয়ারিশদের নিকট হতে আদায় করতে পারবে;
১২) নিজ ডিলারশিপ ব্যতীত অন্য কোনো ডিলারের প্রতিনিধিত্ব/খাদ্যসশ্য উত্তোলন করবো না; এবং
১৩) এই অঙ্গীকারনামার কোনো শর্ত/শর্তাবলি ভঙ্গ করলে কর্তৃপক্ষ যে কোনো সময় প্রয়োজনবোধে (বিনা নোটিশে) আমার জামানত সরকারি খাতে বাজেয়াপ্ত করতে পারবে এবং আমার অনুকূলে বরাদ্দ বাতিল বা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে বা ডিলারশিপ বাতিল বা কালোতালিকাভুক্ত করতে পারবে।

ডিলারের স্বাক্ষরঃ..
ডিলারের নামঃ...
ডিলারের ঠিকানাঃ...

সাক্ষী-১
স্বাক্ষর: ....
নাম: ....
ঠিকানা:..............................
মোবাইল নম্বর:........................

সাক্ষী-২
স্বাক্ষর: ....
নাম: ....
ঠিকানা:..............................
মোবাইল নম্বর:........................

পরিশিষ্ট-গ

চেক লিস্ট

ক্রম	বিবরণ
১	আবেদনকারীর পরিচয়: নাম: পিতার নাম: মাতার নাম: ঠিকানা:
২	হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স: (যে এলাকায় খাদ্যবান্ধব ডিলারের জন্য আবেদন করা হবে সে এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্স)
৩	ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদপত্র:
৪	ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/ দোকানের অবস্থান, ধরণ (পাকা, আধাপাকা, কাঁচা ইত্যাদি) ও ধারণক্ষমতা:
৫	দোকানের মালিকানা: (নিজস্ব দোকান হলে দোকানের মালিকানার কাগজপত্র এবং ভাড়ায় দোকান হলে দোকান ভাড়ার চুক্তিপত্র)
৬	জাতীয় পরিচয়পত্র:
৭	খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত/বারিত কিনা?
৮	খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রাধীন কোন কার্যক্রমের সাথে নিজে/নিয়ন্ত্রনাধীন কেহ সংশ্লিষ্ট কিনা?
৯	আবেদনকারী সরকারি চাকরিজীবী/জনপ্রতিনিধি কিনা?